গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
অপারেশন ও সমন্বয় শাখা

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের জুন/২৩ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সভার তারিখ	২৬ জুন/২০২৩
সভার সময়	বেলা ১১:০০ ঘটিকা
স্থান	জুম প্লাটফর্মে
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের জুন/২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

২। মহাপরিচালক পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিয়ে কোন সদস্যের মতামত বা অবজারভেশন আছে কিনা জানতে চান। কোন মতামত বা অবজারভেশন না থাকায় সর্বসম্মতিতে গত ২৮-০৫-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মে/২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) কার্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরু করেন।

৩। গত ২৮-০৫-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয় এবং উপস্থিত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
ভূবিজ্ঞান সংক্রান্ত			
৩.১।	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বহিরংগন সম্পর্কিত আলোচনায় জনাব মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও শাখাপ্রধান, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, এপিএভুক্ত ১২টি কর্মসূচির সবগুলো সম্পন্ন হয়েছে। রংপুর জেলার পীরগঞ্জ ও সংলগ্ন এলাকায় চুম্বকীয় ও অভিকর্ষীয় প্রফাইলিং শীর্ষক বহিরংগন কাজের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ২০২৩-২৪ অর্থবরের ১টি খনন কাজ সম্পন্ন করা হবে এবং আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে খনন পয়েন্ট নির্ধারণের কথা রয়েছে। এ বিষয়ে জনাব খন্দকার আবুল হাসান মোহাম্মদ সাইফুর রহমান, পরিচালক (ভূপদার্থ) বলেন, তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণের কাজ চলছে আশা করা যায় যে, সেপ্টেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে কিংবা তার পূর্বেই ড্রিলিং পয়েন্ট নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।	আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে ড্রিলিং পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখাসহ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা।

৩.২।	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত আলোচনায় পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, এপিএভুক্ত ১২টি কর্মসূচির সবগুলোর অন্তবর্তীকালিন প্রতিবেদন জমা প্রদান করা হয়েছে। গবেষণা খাতের বিষয়ে তিনি বলেন, ৪ জন কর্মকর্তা টাকা নিয়েছিলেন তার মধ্যে ১ জন টাকা ফেরত দিয়েছেন। অন্য ৩ জন টাকা প্রয়োজনীয় খাতে ব্যবহার করে পরবর্তীতে উত্তোলনকৃত টাকা সমন্বয় করেছেন। এপিএ'র সার্বিক অবস্থার বিষয়ে জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, মোটামুটি সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে এখন প্রমানক সংগ্রহের কাজ চলছে। এ বিষয়ে একটি সভাও করা হয়েছে যে, কোথাও কোন গ্যাপ রয়েছে কিনা। সভাপতি নৈতিকতা কমিটির কাজের বিষয়ে জানতে চাইলে জানানো হয় যে, কাজটি সম্পন্ন হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সভাপতি আরও জানতে চান যে, কোন্ এজেন্ডা বাকি রয়েছে কিনা এবং এপিএ'তে ১০০ এর মধ্যে ১০০ পাওয়া যাবে কিনা। এ বিষয়ে জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, কাজের প্রমানকে যদি ভুল ধরা হয় তবে একটা সমস্যা তৈরি হতে পারে, নচেৎ কোন কাজ অসম্পূর্ণ নেই। এ বিষয়টা বিবেচনায় রেখেই গাইডলাইন মোতাবেক প্রমানকগুলো সতর্কতার সাথে সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং অনেকগুলো প্রমানক ইতোমধ্যে জমাও প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি বারংবার যাচাইয়ের কথা বলেন এবং কোন প্রামানক একাধিকবার দেয়া হয়েছে কিনা সেটার বিষয়ে লক্ষ রাখতে বলেন।	ক) এপিএভুক্ত সকল কাজের প্রমাণক সংগ্রহ করতে হবে এবং একই প্রমাণক যাতে একাধিকবার না দেয়া হয় সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।	এপিএটিমসহ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা ও কমিটি
	প্রশাসনিক আলোচনা		
৩.৩।	নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, ক্যাবিনেট ডিভিসনের নির্দেশনা মোতাবেক ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের শূন্যপদগুলো নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। সভাপতি এ প্রক্রিয়া জুলাইতে শুরু করা হবে মর্মে সভায় জানান। পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, বিপিএসসি কর্তৃক সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) পদে সুপারিশকৃত ১৫ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া চলছে এবং ইতোমধ্যে সহকারী পরিচালক (ভূপদার্থ) পদে আরও ৮ জনকে সুপারিশ করা হয়েছে। তিনি বলেন, সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) পদে সুপারিশকৃতদের মধ্যে দুই জন যোগাযোগ করেছে। তাদের মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত অফিস আদেশের একটি কপি সরবরাহ করা হয়েছে যাতে তারা যোগাযোগ করে প্রক্রিয়াগুলো দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পুলিশ ভেরিফিকেশন যাতে দ্রুত সম্পন্ন করা যায় সে বিষয়ে সভাপতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সংসদীয় কমিটির সভায়ও শূন্যপদ দ্রুত পূরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের তাগিদ দেয়া হয়েছে। জনাব মোঃ কামাল হোসেন, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, উপসহকারী পরিচালক (ড্রিলিং প্রকৌশল) পদের মৌখিক পরীক্ষার প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য বিপিএসসি থেকে একটি পত্র ইএমআরডিকে দেয়া হয়েছে। মনোনয়ন পত্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরণ করতে হবে এবং চিঠিটা মহাপরিচালক এর হোয়াটসএপ দেয়া হয়েছে। সভাপতি ঈদের পরে মনোনয়ন দিয়ে দেবেন বলে সভায় জানান।	নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে এবং চলমান নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা
	বিবিধ আলোচনা		

৩.৪	"Geo-Information for the Implementation of Climate Change-Resilient Urbanization (GICU)" প্রকল্প বিষয়ক আলোচনায় পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের (জ্বাখসবি) সচিব মহোদয়েরে সভাপতিত্বে উক্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের ফোকাল পয়েন্ট জনাব মোঃ ফিরোজ আলম, উপপরিচালক (ভূতত্ত্ব) টিএপিপি পুনর্গঠনের কাজ করছেন। ঈদের পর পুনর্গঠিত টিএপিপি জ্বাখসবি এ প্রেরণের লক্ষ্যে জমা প্রদান করবেন। সভাপতি বলেন, জনাব মোঃ ফিরোজ আলম, উপপরিচালক (ভূতত্ত্ব) টিএপিপি পুনর্গঠনের কাজ প্রায় সম্পন্ন করেছেন মর্মে অবহিত করেছেন। সভাপতি ইএমআরডির চাহিদা মোতাবেক টিএপিপি সংশোপূর্বক দ্রততর সময়ের প্রেরণের নির্দেশনা দেন। "নাইন সিটিস" প্রকল্পের বিষয়ে বলা হয় যে, প্রকল্পটি আগে ডিপিপি হিসাবে সাবমিট করা হয়েছিল এখন টিপিপিতে রূপান্তরের কাজ চলছে। এ কাজের অগ্রগতি বিষয়ে জনাব সালমা আক্তার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, ডিপিপি হতে টিপিপিতে রূপান্তরের কাজটি জনাব আবু সাঈদ মোহাম্মদ ফয়সাল, উপপরিচালক (ভূতত্ত্ব) করছেন। কাজটি সম্পন্ন করতে আরো ৩ কর্ম দিবস লাগবে মর্মে অবহিত করেছেন। রূপান্তরের কাজটি সম্পন্ন হলে যাচাই করে জমা দেয়া হবে। সভাপতি বলেন, ভূমিকম্প নিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (BMD) বিভিন্ন কাজ করছে। প্রকৃতপক্ষে এটা জিএসবি'র কাজ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে এটা জিওলজিক্যাল সার্ভের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের কাছে যথেষ্ট তথ্য-উপাত্ত না থাকার কারণে এ বিষয়ে যথাযথ ভূমিকা পালন করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি বলেন, BMD কে দায়িত্ব দেয়া হলেও ভূমিকম্প সম্পর্কিত গবেষণায় জিএসবি'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা উচিত। এ বিষয়ে জনাব সালমা আক্তার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, ভূমিকম্প যেহেতু জিওহ্যাজার্ড এবং পৃথিবীর গঠনের সাথে সম্পর্কিত তাই এ বিষয়ে গবেষণা ভূতত্ত্ববিদ ছাড়া সম্ভব নয়। BMD এর কাজ মূলত ফোরকাস্টিং করা গবেষণা নয়। সভাপতি ভূমিকম্প নিয়ে গবেষণার উপর গুরুত্ব প্রদান করেন এবং দ্রুত এ বিষয়ে একটি প্রকল্প প্রস্তুত ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে বলেন। জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, ইতোমধ্যে ভূমিকম্প সম্পর্কিত একটি প্রকল্প প্রস্তাব ডিপিপি আকারে জমা দেয়া হয়েছে, যেখানে এ বিষয়ের গবেষণা সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি রাখা হয়েছে। এছাড়াও গবেষণা সংশ্লিষ্ট কারো কোন যন্ত্রপাতি লাগবে কিনা সে বিষয়ে অফিস আদেশের মাধ্যমে সকল পরিচালকের কাছে সুপারিশ বা প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে। এখনও কোন্ প্রস্তাব বা সুপারিশ পাওয়া যায়নি তবে প্রকল্পটি যেহেতু যাচাই বাছাই পর্যায়ে রয়েছে তাই এখনও ইনপুট দেয়ার সুযোগ রয়েছে। সভাপতি বলেন, ইনপুটসহ যা যা করা প্রয়োজন সকল কিছু সংযোজন করে প্রকল্পটি জুলাই ২৩ এর মধ্যে প্রস্তুত করতে হবে। তিনি বলেন, আগামী ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের শুরুতেই আমরা ভূমিকম্প নিয়ে কাজ করতে চাই এবং আশা করা যায় এ প্রকল্পটি দ্রুত বের করে নিয়ে আসা যাবে। তিনি আরও বলেন, ভূমিকম্প সম্পর্কিত গবেষণায় জিএসবি'র জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিকম্পে হওয়ার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় বিষয়ে জানা এবং ভূমিকম্পের মাত্রা নির্ণয়ে সক্ষমতা অর্জন করতে হবে সেইসাথে ভূমিকম্প বিষয়ক গবেষণায় জিএসবি'কে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হবে। জনাব মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) এর প্রকল্পটি ডিপিপি আকারে জমা দেয়া হয়েছিল। যেহেতু পুরো প্রকল্প টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে কাজ করা হবে তাই যাচাই বাছাই কমিটি সেটাকে টিপিপি আকারে জমা দিতে পরামর্শ দিয়েছে। সভাপতি কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) জার্মানদের সাথে আসন্ন প্রকল্পের টিএপিপি সংশোধন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। খ) নাইন সিটিস প্রকল্পের টিপিপি প্রণয়ন সম্পন্ন করতে হবে। গ) ভূমিকম্প সম্পর্কিত প্রকল্পের রিপোর্ট প্রয়োজনীয় সংযোজন করে টিপিপি আকারে জুলাই এর মধ্যে জমা দিতে হবে। ঘ) ভূমিকম্প সম্পর্কিত গবেষণায় জিএসবি'কে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হবে।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ।

৩.৫	পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, সিলেটের গোয়াইনঘাটে জিওহেরিটেজের জন্য অধিগ্রহণকৃত ১০ একর জমিতে সীমানা প্রাচীর এবং কিছু স্থাপনা নির্মাণের জন্য ১০ কোটি টাকা বাজেটে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, যাবতীয় সিডিউল অনুসরণ করে পিডব্লিউডি (PWD) সিলেট এর সাথে যোগাযোগ করে কাজটা সময়মতো সম্পন্ন করতে হবে। কাজটা দ্রুত সম্পন্ন করতে পিডব্লিউডি (PWD) কে নিয়মিত ফলোআপের মধ্যে রাখার কথা বলেন। এ বিষয়ে জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (ভুতত্ত্ব) বলেন, কাজের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং কী কী স্থাপনা করা যায় তার সার্বিক বিষয়ে স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে একটা নকশা করে নেয়া হবে। সভাপতি নকশা চুড়ান্ত করার পূর্বে তা মহাপরিচালকে দেখানোর কথা বলেন। জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল কামাল, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, জিওহেরিটেজের জন্য অধিগ্রহণকৃত জায়গাটি এখনও অনেকে দেখেননি সে ক্ষেত্রে পরিচালক বা উপরিচালকেরা ভিজিটের সুযোগ পেলে সে জায়গার বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণপূর্বক পরবর্তীতে আলোচনা করে এটা নিয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণের সুযোগ থাকলে তা গ্রহণ করতে পারবে। সভাপতি বলেন, মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয় এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়সহ সিনিয়রা জিএসবি'কে যথেষ্ঠ ধারণ করেন এবং জিওহেরিটেজের জন্য সীমান্ত এলাকা বিবেচনায় রেখে কোন উপযুক্ত প্রকল্প নেয়া হলে মনে হয়না সেটাতে কোন বাধা আসবে । সভাপতি বলেন যে, ভূমিকম্প ছাড়াও যে প্রকল্পগুলো রয়েছে সেগুলোর অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে এবং শাখার অধীনে কোন কাজ করতে গিয়ে যদি মনে হয় এ বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন তাহলে সে বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, সংসদীয় কমিটির সভায় জবাবদিহি করতে হয়েছে যে, জিএসবির প্রকল্প এত কম কেন? তাই গবেষণা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমি চাই জিএসবি গতিশীল হোক, সারা বাংলাদেশের মানুষ, সরকারি সকল অফিস এমনকি প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে শুরু করে সবজায়গায় জানুক যে জিএসবি কত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংস্থা এবং এর কাজ কত গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং এ প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের কাজ করতে হবে। আমাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আমাদেরকেই বোঝাতে হবে এবং তুলে ধরতে হবে আর সে লক্ষেই আমাদের কাজ করতে হবে। নিজেদের ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে হবে এবং নিজের কাজে মনোনিবেশ ও যে কাজ করা হচ্ছে সে কাজ ফোকাস করতে হবে। সভাপতি বলেন, ভোলাতে কাজ করার কথা বলা হয়েছে, ভূমিকম্প নিয়ে এবং ড্রিলিং সক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়ে প্রকল্প গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। আমাদের আগে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে মন্ত্রণালয় অনুমোদন করবে কিনা সেটা পরের বিষয়। তারা অনুমোদন না করলে অন্তত বলা যাবে যে মন্ত্রণালয় অনুমোদন দেয়নি। তিনি বলেন, প্রকল্প প্রস্তাবের পর লেগে থাকতে হবে এবং বারবার যোগাযোগ করতে হবে। আশা করা যায় কোন্ এক সময় সে প্রকল্প অনুমোদন হয়ে আসবে। নিজেদের কাজের পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে এবং সকলকে বোঝাতে হবে জিএসবি গুরুত্বপূর্ণ একটা অধিদপ্তর আর এ কাজটা ভূতত্ত্ববিদদেরই করতে হবে। আমি আশা করি আপনারা সম্মিলিভাবে এ অধিদপ্তরটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আমার তো মনে হয় জিএসবি নিয়ে প্রতি মাসে প্রত্রিকায় একটি করে খবর বের হওয়া উচিত। সভাপতি আরও বলেন তিনি যতদিন দায়িত্বে আছেন ততদিন তাঁর সর্বাত্বক সহযোগিতা পাওয়া যাবে। সভাপতি আরও উল্লেখ করেন, আমি চাই আপনারাও নিজেদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করে জিএসবি'র বিদ্যমান সক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করবেন। তিনি বলেন, সমন্বয় সভার বাইরেও প্রকল্পসহ বিভিন্ন দাপ্তরিক বিষয়ে শাখা প্রধানগণের সপ্তাহে বা মাসে একবার একত্রে বসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা উচিত।	ক) পিডব্লিউডি (PWD) এর সাথে যোগাযোগ সিলেটের গোয়াইনঘাটে জিওহেরিটেজের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমিতে সীমানা প্রাচীর এবং স্থাপনা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) শাখা গুলোকে প্রয়োজন মোতাবেক প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। গ)জিএসবি'র কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি ও এর গুরুত্ব ফোকাস করতে হবে।	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কমিটি এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও হালনাগাদকরণ কমিটি।

৪.পরিশেষে সভাপতি বলেন, আজকে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বিশেষ করে অনেকগুলো প্রসপেক্ট নিয়ে

আলোচনা করা হয়েছে। আশা করা যায় আলোচনা ফলপ্রসু হবে এবং এ আলোচনা শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আপনাদের সকলের উদ্যোগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। তিনি সকলকে ঈদুল আযহার অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং সকলের মঙ্গল ও সুস্থ্যতা কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

স্মারক নম্বর: ২৮.০৫.০০০০.০০০.০৬.০০৪.১৮.১৯

তারিখ: ২৭ আষাঢ়.১৪৩০
১১ জুলাই ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
২) জিএসবি'র শাখা প্রধানগণ
৩) পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও প্রকল্প পরিচালক, GeoUPAC, মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৪) মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মহাপরিচালকের দপ্তর , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

মোঃ কামরুল আহসান
পরিচালক (ভূতত্ত্ব)